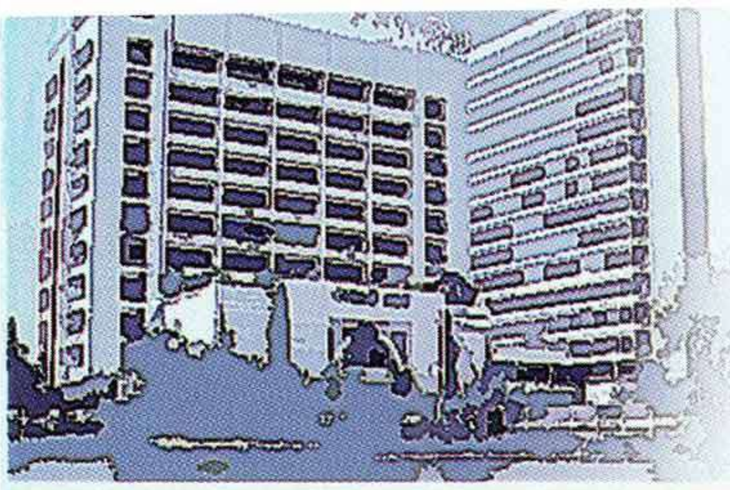

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা ।। সংখ্যা ১৩৮ : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ ।। রেজি নং-২৪-৮৭

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ভার্চুয়াল সভায় 'গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস'-এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস অক্টোবর ২০২০ উদ্বোধন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সড়ক হবে সংস্কার" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে অব্যাহত রাখা হয়েছে। মুজিববর্ষে এলজিইডির স্লোগানের মূলমন্ত্র হচ্ছে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ নয়, এগুলোর কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

সারাদেশে এলজিইডি নির্মিত সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে সবসময় গুণগত মান ও নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। প্রতিবছর এলজিইডি রাজস্ব বাজেটের আওতায় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মুজিববর্ষে এই কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে অক্টোবর ২০২০ কে 'গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে 'গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস'-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নির্মাণ সামগ্রী, আধুনিক প্রযুক্তি এবং নিয়মিত নির্মাণ কাজ তদারকি করা হলে কাজের গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেন, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ যে কাজই করা হোক না কেন, তা অবশ্যই মানসম্মত ও টেকসই হতে হবে। গুণগত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপের কাছে মাথা নত করা যাবে না। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার নিশ্চিত করতে হবে। এলজিইডির প্রশংসা করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এলজিইডি একটি আধুনিক উন্নয়ন সংস্থা, দেশজুড়ে এর রয়েছে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অভিজ্ঞতা এবং পেশাদার জনবল। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতার দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, এলজিইডির প্রধান কাজ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট– শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য পরিবহন ও প্রশাসনিক সেবার প্রসার ঘটিয়েছে। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রাম-গঞ্জে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এটি বাস্তবায়িত হলে নগর এবং গ্রামের বৈষম্য কমে আসবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এলজিইডির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি ও সড়ক সংস্কার মাসের ওপর বিস্তারিত উপস্থাপনা তুলে ধরেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) সেখ মোহাম্মদ মহসিন। সভায় এলজিইডি সদর দপ্তর ও বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন।

সম্পাদকীয়

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খাদ্য নিরাপত্তা ভাবনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবহেলিত, নিষ্পেষিত এবং অধিকারবঞ্চিত বাঙালি জাতিকে এক অসামান্য নেতৃত্বের মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। কেবল স্বাধীনতাই নয়, একটি দেশের উন্নয়নে যেসব আধুনিক চিন্তাভাবনা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত প্রয়োজন সেটিরও একটি আধুনিক রূপরেখা জাতির পিতা উপহার দেন। মাত্র সাড়ে ৩ বছরের সরকার পরিচালনাকালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র বিনির্মাণে যে সকল পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল, তার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় খাদ্যসহ দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রায় সকল ব্যবস্থা দখলদার পাকিস্তান বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে বেশকিছু বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি কৃষি শিক্ষা, কৃষিভিত্তিক গবেষণা ও সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করেন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু পল্লি উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে বলেন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে। আর এর বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষি ব্যবস্থা শুধু খাদ্য উৎপাদনই বৃদ্ধি করবে না, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আয়ের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। শুধু তা নয় স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। তিনি সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন, যার মধ্যে ছিল দানাদার খাদ্য উৎপাদন, ডাল, তেল, সবজি, ফলমূল, মাছ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, সীড সার্টিফিকেশন এজেন্সী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট। এসময় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মত প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কেবল খাদ্য চাহিদা মেটানোর ওপর জোর দেননি, বরং জনগণের পুষ্টি চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশ দেন, যাতে একটা মেধাসম্পন্ন জাতি গড়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, একটি বুদ্ধিদীপ্ত জাতি ছাড়া কোনো দেশ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি আর বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সকল বাধা পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন তৃতীয়। এছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও সবজি উৎপাদনেও বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। আর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর খাদ্য নিরাপত্তা ভাবনা আমাদের নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

উল্লেখ্য, এলজিইডি সারাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত এলাকায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। সারাদেশে এ পর্যন্ত এগারো শ' এর অধিক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পূর্বে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের সংস্কার ও প্রয়োজনমত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এ সব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপ-প্রকল্প এলাকায় বন্যায় ফসলহানী যেমন হ্রাস পেয়েছে, একই সঙ্গে এক ফসলী জমিতে দু-তিন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ অবদান রাখছে। বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমছে, ফলে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকছে। এসব উপ-প্রকল্প শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য কমাতে এসব ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বিশেষ অবদান রাখছে। জাতির পিতা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। এলজিইডি সেই অভিলক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক্রিলিক জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে

- প্রধান প্রকৌশলী

ক্রিলিক স্থাপনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান

জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)-এর আওতায় গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আর্থিক সহায়তা পেতে এলজিইডি কেএফডব্লিউর সহায়তায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (ক্রিম) শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে, যা ২০১৫ সালের নভেম্বরে জিসিএফ বোর্ডে অনুমোদিত হয়। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্রিম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক), যা জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে গবেষণা, উদ্ভাবনসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেবে।

গত ১৮ আগস্ট ২০২০ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) স্থাপনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান এক ভার্চুয়াল সভায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময়ে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু সহনশীলতার বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রিলিক এলজিইডিসহ সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থার জন্য জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্প-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দিন ক্রিম এবং ক্রিলিক এর ওপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) বর্তমানে ক্রিম প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে সেন্টারটি এলজিইডির অন্তর্ভুক্ত একটি স্থায়ী ইউনিট হিসেবে পরিচালিত হবে। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক, এ কে এম লুৎফর রহমান আরেকটি উপস্থাপনার মাধ্যমে ক্রিলিকের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক্রিলিক হবে এলজিইডির জলবায়ু বিষয়ক সেন্টার অব এক্সিলেন্স, যেখানে জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং উত্তম চর্চার উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ, ম্যানুয়াল, গাইডলাইন, স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা হবে, যা হবে এ সংক্রান্ত একটি নলেজ হাব। সেন্টারটি দেশিয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে। এলজিইডি ছাড়াও সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ সেন্টারের সুফল ভোগ করতে পারবে।

এছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান উন্নয়ন ধারার পরিবর্তনের এ সূচনা হবে, যা প্রচলিত কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন এনে দেশে জলবায়ুসহিষ্ণু এবং টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কেএফডব্লিউ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যুক্ত হন।

বাপার্ড এক আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান

১০ পৃষ্ঠার পর

এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে। বাপার্ডের সঙ্গে ২০১৩ সালে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে এলজিইডি এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড)' প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি ও অকৃষি খাতে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাপার্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় ৩০ দশমিক ২৫ একর জমির ওপর বাপার্ড ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন অংশে রয়েছে বাপার্ড ১০ তলা একাডেমিক ভবন, ১০ তলা হোস্টেল, ৬ তলা অফিসার্স কোয়ার্টার, ৬ তলা স্টাফ কোয়ার্টারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। ইতোমধ্যে প্রায় সকল অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত

০৪ পৃষ্ঠার পর

পরিবহন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। সেতুটি গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা এবং রংপুর জেলার কিছু অংশকে সংযুক্ত করবে। গত ১৬ জুলাই ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে সেতুটি নির্মাণের জন্য এলজিইডি ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান চায়না টেস্ট কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেডের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মোসলে উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সহিদুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল মালেক, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী মাহবুব ইমাম মোরশেদ। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সু মিং হুই। সেতুটি বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের যৌথ অর্থায়নে নির্মিত হবে। সেতুটি এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিস্তা নদীর ওপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ: চুক্তি স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরের পর চুক্তিপত্র হস্তান্তর করা হচ্ছে

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এখানে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এলজিইডি কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার সড়কের শ্রেণি বিন্যাস করে এলজিইডিকে পল্লি সড়কে (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক) ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত সেতু নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এলজিইডি ইতোমধ্যে সফলতার সঙ্গে বেশকিছু দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর ওপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু', তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ৮৫০ মিটার দীর্ঘ 'গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু', ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় তিতাস নদীর ওপর নির্মিত 'ওয়াই'-আকৃতির ৭৭১ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু '। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত হরাইজন্টাল ও ভার্টিকেল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মিত হচ্ছে। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা হচ্ছে। দীর্ঘ সেতু নির্মাণে এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ধারাবাহিকতায় গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় তিস্তা নদীর ওপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম উত্তরাঞ্চলের দুটি দারিদ্র্য ও দুর্যোগপ্রবণ জেলা। একই সঙ্গে নদীভাঙন এক বিশাল সমস্যা। নদীভাঙনের শিকার হয়ে হাজারো মানুষ সহায়-সম্বল হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। কর্মসংস্থানের অভাব এ অঞ্চলের আরেক বড় সমস্যা। এখানে গড়ে ওঠেনি কোনো শিল্প-কলকারখানা।

তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর কারণে এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে সংযোগ বিহীন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। তিস্তা নদীর ওপর পঞ্চপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর সড়কের ওপর সেতুটি নির্মিত হলে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য

এরপর পৃষ্ঠা-৩

পটুয়াখালী জেলার আন্ধারমানিক সেতু: এলজিইডির আরেকটি উন্নয়ন স্মারক

পটুয়াখালী জেলার আন্ধারমানিক নদীর ওপর নির্মিত হচ্ছে ৬৭৭ মিটার দীর্ঘ সেতু

দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের আরেক স্মারক হতে যাচ্ছে পটুয়াখালী জেলার কলাপড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীতে এলজিইডি নির্মিত ৬৭৭ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার সেতু। সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। সেতুটি হতে যাচ্ছে এলজিইডির আরেকটি উন্নয়ন স্মারক। সেতুটি এ অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। নবনির্মিত এ সেতুটি কলাপাড়া, কুয়াকাটা এবং পর্যটনকেন্দ্র গঙ্গামতি লালকাঁকড়ার চরের সড়ক যোগাযোগ সহজতর করবে। উল্লেখ্য, কলাপাড়া থেকে কুয়াকাটার দূরত্ব ২২ কিলোমিটার এবং কুয়াকাটা থেকে পর্যটনকেন্দ্র গঙ্গামতি লালকাঁকড়ার চরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। অর্থাৎ কলাপাড়া থেকে কুয়াকাটা হয়ে লালকাঁকড়ার চর যেতে ৩২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। নবনির্মিত এ সেতু দিয়ে কলাপাড়া থেকে বিকল্প পথে সরাসরি লালকাঁকড়ার চর যাওয়া যাবে এবং দূরত্ব হবে মাত্র ১০ কিলোমিটার। এতে পর্যটকদের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে একমাত্র লালকাঁকড়ার চর থেকে সূর্যোদয় দেখা যায়, পাশাপাশি দেখা যায় বিরল প্রজাতির জীববৈচিত্র্য। সেতুটির সঙ্গে নির্মিত ৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক, সড়ক ও জনপথ বিভাগের ফোর লেন সড়কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা পায়রা সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। উল্লেখ্য, সেতুটি থেকে পায়রা বন্দরের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। পায়রা বন্দরে খালাসকৃত পণ্য সড়কপথে পরিবহনে সেতুটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। যুগপৎভাবে, এ সেতু থেকে একটি সড়ক কলাপাড়া পৌরসভা এবং আরও দুটি সড়ক অন্যান্য পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত হবে। সেতুটি কলাপাড়া উপজেলার সংযোগ বিহীন ৫টি ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। সেতুটিকে ঘিরে একটি সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠছে, যা যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করবে। সেতুটিতে রয়েছে ১৩টি স্প্যান। ফুটপাতসহ সেতুর প্রস্থ ৯.৮ মিটার। সেতুটির নির্মাণ ব্যয় হবে ১২০ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে এই সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আশা করা হচ্ছে আগামী জুন ২০২১ এ সেতুটি জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

ইউজিআইআইপি-৩: 'হাঁরঘে কাম হাঁরা কইরছি'

চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুন্নাপাড়া বস্তিতে নির্মিত টয়লেট, সোলার লাইট, নলকূপ ফুটপাত, ল্যাট্রিন, ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণের ফলে বদলে গেছে বস্তির পরিবেশ

'হাঁরঘে কাম হাঁরা কইরছি। পৌরসভা হাঁরঘে ট্যাকা দিছে, কিন্তু ইট-বালি-সিমেন্ট হাঁরঘে কমিটির লোকরাই কিনা আইনছে', কথাগুলো বলছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মুন্নাপাড়া বস্তি উন্নয়ন কমিটির সভানেত্রী মোসাঃ সাগোরী বেগম। তিনি আরও জানান, এই বস্তির উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে অবকাঠামো নির্মাণের সকল পর্যায়ের কাজ তাদের উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, ইউজিআইআইপি-৩, পৌরসভায় গঠিত বস্তি উন্নয়ন কমিটি (এসআইসি) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোর বস্তি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচির শর্ত অনুযায়ী বস্তি এলাকায় গঠিত বস্তি উন্নয়ন কমিটি বস্তির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এতে সিদ্ধান্তগ্রহণে তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে, যা পৌরপরিচালন ব্যবস্থাকে গতিশীল করছে। বস্তিবাসীর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান। অপরদিকে নিশ্চিত হচ্ছে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের গুণগত মান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার বস্তিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই সড়ক, ফুটপাত, পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত ছিল। বর্তমানে এলজিইডির ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প সহায়তায় এখানে ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে বস্তিবাসীর জীবনযাত্রায় এসেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। পৌরসভার মুন্নাপাড়া বস্তির রুস্তম আলী পেশায় একজন হোটেল কর্মচারী। তিনি জানান, হোটেলের কাজ সেরে বস্তিতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। এখানে প্রবেশে সড়কে খানা-খন্দ থাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনায় পড়তে হতো। সড়কটি উন্নয়নের ফলে এখন তিনি অনায়াসে বাড়িতে ফিরতে পারেন। এছাড়া সড়কটির সাথে ড্রেন নির্মাণ করায় বৃষ্টির সময় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না বলেও তিনি জানান। বস্তিবাসী রাবেয়া বেগম এখানে ল্যাট্রিন হওয়াতে স্বস্তি প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, এই ল্যাট্রিন হওয়ায় বস্তির পরিবেশ ভাল থাকবে।

কোভিড-১৯ রুখতে পারেনি এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

কোভিড-১৯ ঝুঁকির মধ্যেও মাঠপর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করছেন শেরপুর জেলার প্রকৌশলীবৃন্দ

বিশ্বব্যাপী নোভেল করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারীতে সকল দেশ কম-বেশি আক্রান্ত, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। ডিসেম্বর ২০১৯ এ চীনের উহান শহরে প্রথম এই প্রাণঘাতি ভাইরাস ধরা পরে। গত ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত হয়। ক্রমশ এর প্রকোপ বাড়তে থাকে। দেশবাসীকে করোনা মহামারীর হাত থেকে বাঁচাতে সরকার এ বছরের ২৫ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। কয়েক দফায় এ ছুটি বাড়ানো হয়। সীমিত করা হয় মানুষের চলাচল। এতে থেমে যায় জীবন ও জীবিকা। সাময়িক বাধাগ্রস্ত হয় সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। তবে এ প্রতিকূলতার মধ্যেও এলজিইডি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপির নিবিড় তত্ত্বাবধানে এলজিইডি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯৪.১৪ ভাগ, যা জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি।

কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতার মধ্যেও দেশের উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এলজিইডির বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রাণ হারিয়েছেন, যা সময়ের বিবেচনায় বিরল ঘটনা। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারাদেশে এলজিইডির ২৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং আইসোলেশনে আছেন ৪৫ জন। এসময়ে মারা গেছেন ২ জন; এঁরা হলেন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বেনাপোল পৌরসভায় কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলী উম্মে বুলবুল সুলতানা জাহান এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় কর্মরত কমিউনিটি অর্গানাইজার আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৫ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৯ জন।

ইলেক্ট্রনিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইপিএমএস) এর ওপর প্রশিক্ষণ

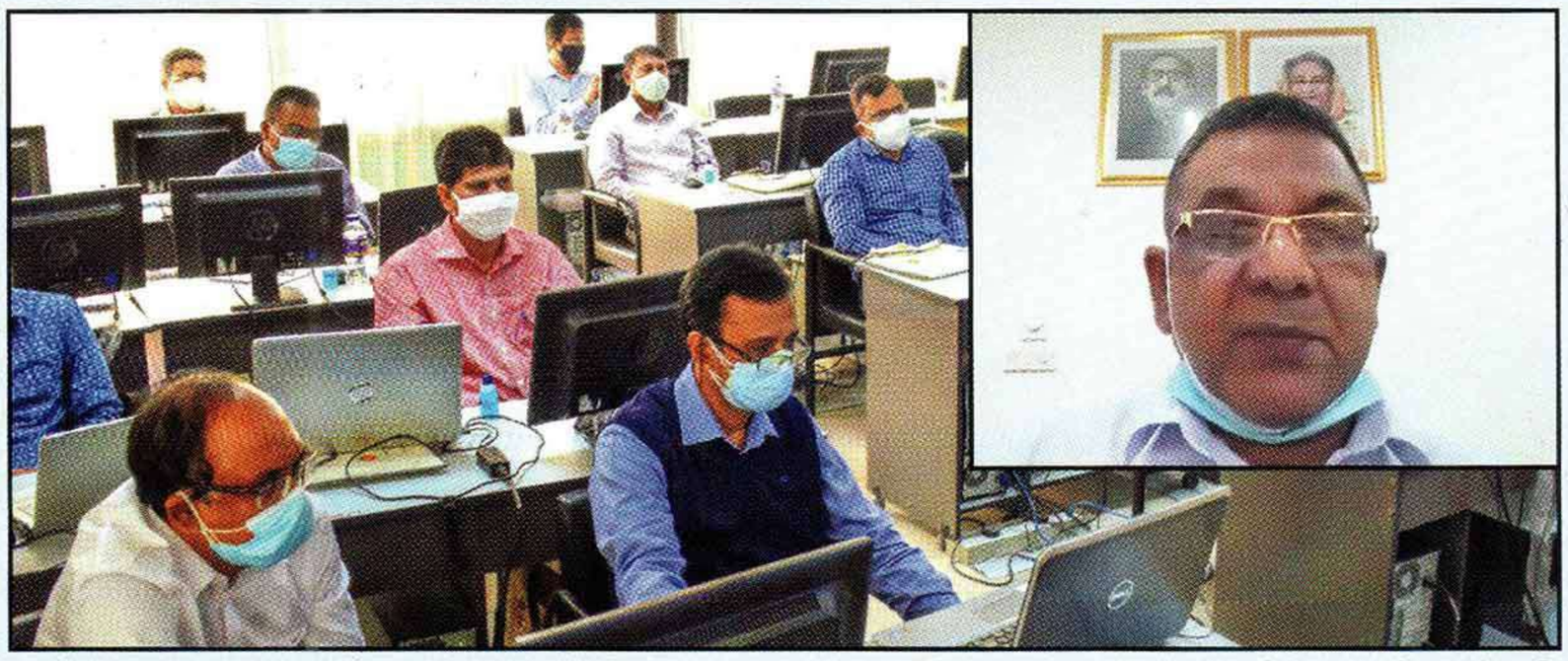

ইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও কম্পিউটার অপারেটরদের একাংশ

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতায় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এলজিইডি বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) ইউনিট এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডকে ডিজিটাল সেবার আওতায় নিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এলজিইডির সেবাসমূহ শতভাগ তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার জন্য প্রতিনিয়ত যুক্ত করা হচ্ছে নতুন নতুন সফটওয়্যার।

সম্প্রতি এলজিইডিতে চালু করা হয়েছে ইলেক্ট্রনিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইপিএমএস)। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর স্কিমসমূহের চুক্তি ব্যবস্থাপনা থেকে এর সার্বিক তথ্য ও অগ্রগতি প্রতিবেদন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুত ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই ইলেকট্রনিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইপিএমএস) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায় থেকে কয়েক ধাপ পেরিয়ে প্রকল্পের তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও মাস শেষে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। ইপিএমএস তথ্যপ্রাপ্তির এই দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনবে। প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ আগের তুলনায় সহজ ও গতিশীল হবে। ওয়েবভিত্তিক এই ইপিএমএস সফটওয়্যারে প্রকল্পভিত্তিক স্কিমের সার্বিক তথ্যের জন্য বিভিন্ন রিপোর্টিং ফর্ম রয়েছে, যা সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করা যায়। এখানে প্রকল্পের স্কিম সংক্রান্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিসহ প্রতিটি স্কিমের বিস্তারিত তথ্য আপলোড করার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে মাঠপর্যায় থেকে সদর দপ্তরসহ, মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের এ সংক্রান্ত তথ্য পেতে আর কালক্ষেপণ হবে না। এমনকি সরেজমিনে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে কমে যাবে।

ইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও কম্পিউটার অপারেটরদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনকালে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান বলেন, প্রকল্পের তথ্য সংরক্ষণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার, যা ব্যবহার করে সহজেই তথ্য সংরক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থার চাহিদা মাফিক প্রতিবেদন তৈরি ও জমা দেওয়া যায়। এ সফটওয়্যার যথাযথভাবে ব্যবহার করা গেলে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসবে। তিনি সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য হালানাগাদ করার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি সিস্টেমে তথ্য আপলোড করতে বড় প্রকল্পের জন্য ২১ দিন, মাঝারি প্রকল্পের জন্য ১৪ দিন এবং ছোট আকারের প্রকল্পের জন্য ৭ দিন সময় বেঁধে দেন।

দু'ব্যাচে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের (অতিরিক্ত অর্থায়ন) আওতায় প্রস্তুতকৃত এ সফটওয়্যার প্রকল্পগুলোর হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এলজিইডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে, যা সংস্থার পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সংস্থার বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা তের হাজারের ওপর। এ বিপুল জনবল দক্ষ করে তুলতে সদর দপ্তরের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিবছর প্রশিক্ষণ চাহিদা মূল্যায়ন করে প্রণয়ন করা হচ্ছে বার্ষিক প্রশিক্ষণ বর্ষপুঞ্জি। বছরব্যাপী সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে এ বর্ষপুঞ্জির আলোকে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে সুদক্ষ প্রশিক্ষক দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ সদর দপ্তরে চারদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। এতে ১২ জন সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল উদ্দেশ্যে ছিল সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষক দল গঠন করা, যাতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে তারা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সংস্থার অভ্যন্তরে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে এটি একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এ উদ্যোগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে টেকসই করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

‘উন্নত দেশ গঠনে উন্নত পরিকল্পনা: প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব মূল্যায়ন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

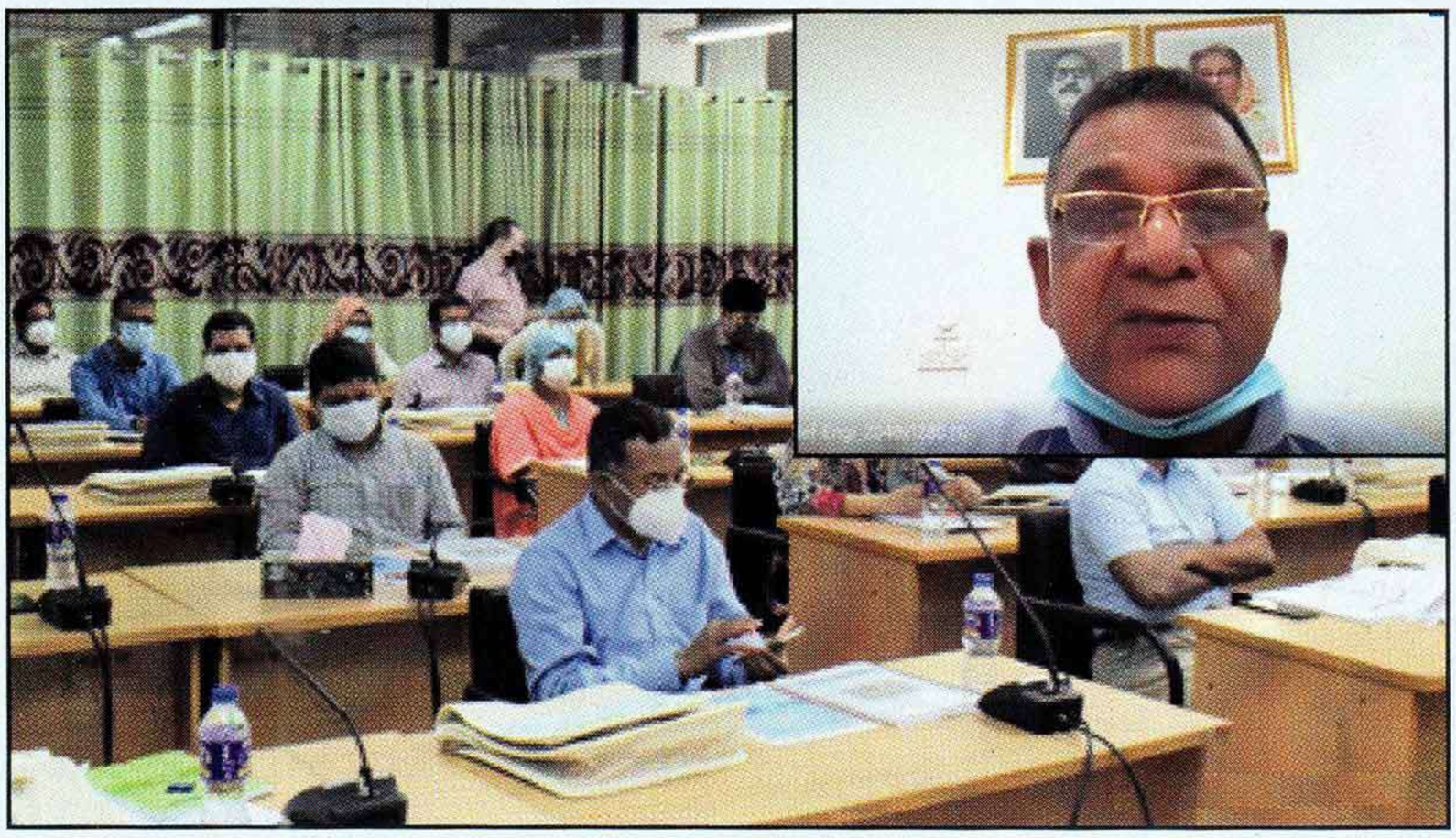

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় উন্নয়নে পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর স্বল্পতম সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে জাতির পিতা উল্লেখ করেন, কোনো পরিকল্পনা তা যত ভালোভাবেই প্রণয়ন করা হোক না কেন, তাতে যদি জনগণের অংশগ্রহণ না থাকে, তা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে না। কাজেই, আমাদের সকলকে জাতি গঠনে একাগ্রচিত্তে পরিকল্পনা এবং একযোগে কাজ করে যেতে হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন বিধৃত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপযুক্ত পরিকল্পনা নির্ভর উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রণীত হয়েছে একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মধ্যআয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভিশন ২০২১ এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১। এছাড়া রয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), যার অভীষ্টসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে।

এলজিইডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর্থসামাজিক অগ্রগতি এগিয়ে নিতে এলজিইডি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যথাযথ পরিকল্পনা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ অর্জন সহজ হবে, যা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করবে। এ যুগসন্ধিক্ষণে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে টেকসই প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সরকার উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় পরিবেশগত এবং সামাজিক অভিঘাত নিরসন, জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় মানুষ, প্রাণি এবং জীববৈচিত্র্য যেন হুমকির মুখে না পড়ে সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কাউকে পেছনে ফেলে নয়-সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

এসব লক্ষ্য অর্জনে এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে ‘উন্নত দেশ গঠনে উন্নত পরিকল্পনা: প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব মূল্যায়ন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়। এর লক্ষ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা উন্নয়ন। এ ম্যানুয়ালে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্রোচ, পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি ব্যাচে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর অংশ হিসেবে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে ‘উন্নত দেশ গঠনে উন্নত পরিকল্পনা: প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব মূল্যায়ন’ শীর্ষক পাঁচদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ মধ্যআয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। এ পথযাত্রায় এলজিইডির আওতায় অনেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুচারু পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে। এলজিইডি সূচনালগ্ন থেকে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তিনি আরও বলেন, পরিকল্পনা যত বেশি ত্রুটিমুক্ত, যথাযথ ও কার্যকরী করা যায়, লক্ষ্য অর্জন ততো সহজ হয়। পরিকল্পনা যতবেশি সুন্দর হবে তার বাস্তবায়ন ততোই সহজ হবে। পরিকল্পিত কাজের ফলে অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়, অপচয় কমে, সময়েরও যথাযথ ব্যবহার ঘটে। পরিকল্পনা যথাযথ হলে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণী কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য উপাত্তের ব্যবহার, বাজেট ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। এলজিইডি প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনাকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী এ ধরনের প্রশিক্ষণে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এতে অর্থায়ন করে জাইকা সহায়তাপুষ্ট নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ)। প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী পর্যায়ের মোট ১৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি সক্ষমতা প্রমাণ করেছে: বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর

ইএমসিআরপির কার্যক্রম পরিদর্শনকালে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মারছি মিয়াং টেমবন স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মারছি মিয়াং টেমবন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প" (ইএমসিআরপি)-এর বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি কাজের গুণগত মান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কক্সবাজার জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, এলজিইডি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পরিদর্শনকালে এলজিইডির ইএমসিআরপি-এর প্রকল্প পরিচালক জাবেদ করিম, ইএমসিআরপি-এর টাস্ক টিম লিডার (বিশ্বব্যাংক) স্বর্ণা কাজী উপস্থিত ছিলেন। ২০১৭ সালের আগস্টে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের বিপুল সংখ্যক নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় তারা আশ্রয় নেয়। মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিক এবং টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার স্থানীয় জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতা বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প'-ইএমসিআরপি। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ইএমসিআরপি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনা, সামাজিক সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমানো, শিক্ষার উন্নত সুযোগ সুবিধা প্রদান ও প্রকল্প এলাকায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিরসন ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশে বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক এবং টেকনাফ-উখিয়ার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ড্রেন ও ফুটপাতসহ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এবং সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে, হাটবাজার উন্নয়ন, সোলার বাতি স্থাপন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ত্রাণকার্য সংক্রান্ত সেন্টার নির্মাণ, গুদামঘর তৈরি, স্যাটেলাইট অগ্নিনির্বাপণ স্টেশন নির্মাণ। একই সঙ্গে বাস্তুচ্যত মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য ৩২টি ক্যাম্পে পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, বাসা-বাড়িতে বায়োটিক টয়লেট স্থাপন, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম সংযুক্ত রয়েছে।

এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন

গত ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট ২০২০ মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)-এ বিশ্বব্যাংকের ভার্চুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়। এমজিএসপির প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) এবং বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট এর ভিত্তিতে অনলাইন সভার মাধ্যমে এই মিশন পরিচালিত হয়। এসময়ে প্রকল্পভুক্ত বেশ কয়েকটি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউএলবিএস) মাঠপর্যায়ে গৃহীত সাব-প্রজেক্টের অগ্রগতি স্থিরচিত্র ও ভিডিওর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। মিশন প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কোভিড-১৯ এ ক্ষতি, বিএমডিএফ এর ঘাটতি, অভিযোগ প্রতিকার, তৃতীয় পক্ষের পরিবীক্ষণ, অপারেশনাল অডিট, আইএমইডির মূল্যায়ন রিপোর্ট, এমজিএসপি এবং ইউএলবি গভর্নেন্স ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করে। মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিকে সন্তোষজনক বলে রিপোর্টে উল্লেখ করে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বমহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বেশ কিছু সাব-প্রজেক্ট নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ১৯ আগস্ট ২০২০ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে র‍্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট এন্ড টাস্ক টিম লীডার কাওয়াবেনা আমান্‌কওয়াহ-ইয়েহ মিশনে নেতৃত্ব দেন। ভার্চুয়াল এ মিশনে বিশ্বব্যাংক ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

আরটিআইপি-২ (অতিরিক্ত অর্থায়ন): বিশ্বব্যাংক মিশন সম্পন্ন

গত ১৩-২৮ জুলাই ২০২০ সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রকল্পের ওপর বিশ্বব্যাংকের ভার্চুয়াল বাস্তবায়ন সহায়তা পর্যালোচনা মিশন পরিচালিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের আউটগোয়িং টাস্কটিম লিডার মার্টিন হামফ্রে ও ইনকামিং টাস্কটিম লিডার নাটালিয়া স্টেনকেভিচ। আরটিআইপি-২ অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে বলে মিশন মন্তব্য করে। মিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। মিশন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, এলজিইডর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। মিশন সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ রেসপন্স প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব, মাঠ পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার গতি ত্বরান্বিত করতে সুপারিশ তুলে ধরে। মিশনের ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম) মোঃ আলি আখতার হোসেন ও (আরটিআইপি-২) অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ ছোহরাব আলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণ। মিশন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহাবুদ্দীন পাটোয়ারী এবং আইএমইডির মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীরের সঙ্গেও আলোচনা করে।

দেশবরেণ্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক : জীবন যাঁর পূণ্যকর্মময়

দেশের পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার, গ্রাম বাংলায় আধুনিকতার ছোঁয়া পৌঁছে দেয়ার নিপুন শিল্পী তথা পল্লির দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নতুন ধারার উদ্ভাবক প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তর ও জেলাপর্যায়ে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এলজিইডিকে শুধুমাত্র গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও হাটবাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও নগর উন্নয়ন সেক্টরে এলজিইডির কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেন, যা শুধু এলজিইডিকে নয়, জাতীয় উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। কেবলমাত্র গ্রামীণ সড়ক নির্মাণই নয়, এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ কাজে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অবহেলিত নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক পল্লি এলাকায় গ্রোথসেন্টার ও এর সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পল্লি অর্থনীতির চাকা দ্রুত সচল করতে অভাবনীয় পরিবর্তন আনেন। একটি গ্রামীণ সড়ক, সেতু কিংবা হাটবাজার স্থানীয় অর্থনীতিকে কতটা গতিশীল করতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন দেশের এই বরেণ্য ও সমাজ সচেতন প্রকৌশলী। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৪৫ সালে ২০ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সভাপতি, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড-এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৩-০৪ মেয়াদে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। দেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবসরে এলজিইডির তিন কর্মকর্তা

সম্প্রতি অবসরে গেছেন এলজিইডির তিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এঁরা হলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ক্য হলা খই, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবদুল ওয়াদুদ।

ক্য হলা খই

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ক্য হলা খই গত ১২ মে ২০২০ অবসরে যান। তিনি ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তৎকালীন এলজিইবিতে যোগদান করেন। ২০১১ সালের অক্টোবরে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। ক্য হলা খই ২০১৯ সালের নভেম্বর অবসরোত্তর ছুটিতে যান। ১৯৬১ সালের মে মাসে তিনি রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ

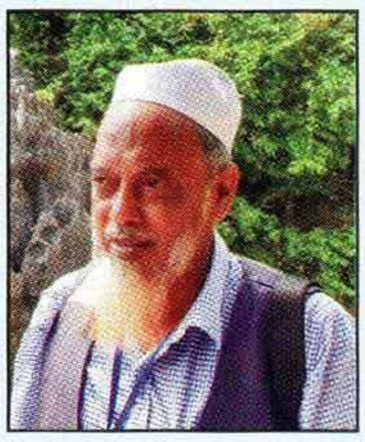

খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ ১৯৮৯ সালের জুন মাসে তৎকালীন এলজিইবিতে যোগদান করেন। বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০১১ সালে অক্টোবরে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি প্রথমে রাজশাহী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং পরে নড়াইল, পিরোজপুর ও যশোর জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাবারড্যাম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে খুলনা অঞ্চল এবং ২০২০ এর জানুয়ারি মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি পেয়ে বরিশাল বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ৩১ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর গত ৫ আগস্ট ২০২০ সরকারি কর্মজীবন শেষ করেন।

খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ ১৯৬১ সালের ৬ আগস্ট বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১০ সালে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ট্রান্সপোর্টেশন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি খুলনা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে পিএইচডি করছেন।

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবদুল ওয়াদুদ গত ১০ আগস্ট ২০২০ দীর্ঘ ৩১ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন সমাপ্ত করেন। তিনি ১৯৮৯ সালের জুন মাসে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তৎকালীন এলজিইবিতে যোগদান করেন। এরপর বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালের অক্টোবরে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান।

এসময় মাদারীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও গোপালগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ আবদুল ওয়াদুদ ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

এলকেএসএস এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা: দৃপ্ত পথচলার ১৬ বছর

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন ২০২০ এর উদ্বোধন করছেন প্রধান প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ খান

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কার্যকর আর্থসামাজিক এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড' (এলকেএসএস) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমবায়বিধি অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে এলকেএসএস এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০০৪ সালে সমিতি যাত্রা শুরু করে। একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এর পথচলা। এলকেএসএস এর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম হিসেবে রেস্ট হাউজ, প্রিন্টিং প্রেস, হিউম্যান রিসোর্স সেন্টার, রোড সাইড রেস্টুরেন্ট ও ফিলিং স্টেশন, কৃষি নার্সারী এবং এলকেএসএস প্রকৌশল ইউনিট ইত্যাদি প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে এর সদস্য, অংশীজন এবং তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সাহায্য, দরিদ্র ও মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া অকাল মৃত্যু, ঘূর্ণিঝড়, প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের বসতবাড়ি মেরামতের কাজে আপদকালীন সাহায্য দেওয়া হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো সমিতির ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ এলজিইডির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও এলকেএসএস লিমিটেডের সভাপতি মোঃ আব্দুর রশীদ খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, এলকেএসএস লিমিটেডের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মোঃ মোসলে উদ্দিন। সভাপতির বক্তব্যে মোঃ আব্দুর রশীদ খান বলেন, এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ১৬ বছর অতিক্রম করলো। সমিতির প্রকল্পসমূহ লাভজনক হতে পেরেছে সদস্যদের আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও পরিচালনা পর্ষদের দক্ষতার জন্য। সমিতির বুনিয়াদ সুংহত থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এলকেএসএসের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া সমিতির ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও ১৭তম সভার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সভায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলীগণ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী এমপি, মোঃ শহীদুল হাসান, মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য ও মোঃ মতিয়ার রহমান।

সমিতির পরিচালক (অর্থ) মোঃ আমিরুল ইসলাম খান ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন, যা সমিতির সদস্যদের কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হয়। এরপর সমিতির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সভাপতি পদে মোঃ আব্দুর রশীদ খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া পদাধিকার বলে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহ-সভাপতি পদে মোঃ মোসলে উদ্দিন, পরিচালক পদে রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, বিপুল চন্দ্র বনিক, মোঃ সহিদুল ইসলাম, মোঃ আজহারুল ইসলাম, মোঃ আবদুস সাত্তার, শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, মোঃ আতিয়ার রহমান ও মোঃ শহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লি উন্নয়ন: এলজিইডি নির্মিত বাপার্ড হতে যাচ্ছে এক আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান

বাপার্ডের ১০তলা একাডেমিক ভবন

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দারিদ্র্য বিমোচনের বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে দারিদ্র্য বিমোচন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সরকারের বহুমুখী কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে এ দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০.৫ ভাগে। এলজিইডি সরকারের গৃহীত কর্মসূচির আলোকে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও পরিচালনা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজ বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় একাধিক প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে এলজিইডি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড)'

এরপর পৃষ্ঠা-৩

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি। এ মহান নেতার নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি পাকহানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে। বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের প্রধান পুরুষ। মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। জীবনের একটি বড় অংশ কারাগারে কাটিয়েছেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি পাকিস্তান কারাগারে বন্দি ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ মহান নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু করেন দেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে তিনি যখন যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় স্বাধীনতা বিরোধী একটি কুচক্রী মহল জাতির পিতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এ দুর্বৃত্তরা বাংলাদেশকে উল্টো পথে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বঙ্গবন্ধুর রক্তস্নাত প্রতিটি ধূলিকণা নতুনভাবে জেগে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আজ সমৃদ্ধির পথে হাঁটছে।

গত ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খানের নেতৃত্বে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খানের সভাপতিত্বে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় প্রধান প্রকৌশলী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তিনি কেবল স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দেননি, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকুক, পেটভরে ভাত খাক, হেসে খেলে বেড়াক। প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব দর্শন ছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাদের গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ, গ্রাম হলো উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। তিনি উল্লেখ করেন, জাতির পিতার রক্ত ফিনিক্স পাখির মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ মহান নেতার জীবনদর্শন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ বছর জাতীয় শোক দিবস পালন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এ বছর আমরা উদ্‌যাপন করছি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ।

এলজিইডির সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রকৌশলীগণ ভার্চুয়াল সভায় অংশ নেন এবং বক্তব্য রাখেন। ভার্চুয়াল সভা সঞ্চালন করেন এলজিইডির সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এলজিইডির সদর দপ্তরের পাশাপাশি বিভাগ, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সদর দপ্তর ও জেলাপর্যায়ে জাতির পিতাসহ ১৫ আগস্ট শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

গুণগত মান নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে

–এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী

অনলাইনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি অর্জনে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক লক্ষ্যসমূহের ৯ নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনের প্রসার।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি অবকাঠামো নির্মাণে গুণগত মান নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১০ আগস্ট ২০২০ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির মাঠপর্যায়ে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলীদের এ নির্দেশনা দেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নিম্নমানের কাজ অনিয়ম-দুর্নীতি কোনো অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না। অনিয়মের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের প্রশংসা করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এলজিইডিতে বিচক্ষণ, মেধাবী ও উদ্ভাবনী চিন্তা সম্পন্ন প্রকৌশলীরা কাজ করেন। এলজিইডি দেশজুড়ে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। ফলে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বলেন, মাঠপর্যায়ে যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে, যেখানে উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। এর ফলে ঠিকাদারদের নির্মাণ সামগ্রীর মান পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আসতে হয় না। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নির্মাণ কাজে ব্যবহারের পূর্বেই সকল নির্মাণ সামগ্রীর মান পরীক্ষা করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, একবারেই সম্পূর্ণ রাস্তা কেটে ফেলে রাখা হচ্ছে। এটি করা যাবে না। ছোট সেগমেন্টে কেটে স্যান্ড ফিলিং করে অবশ্যই রোলার দিয়ে কম্প্যাকশন করতে হবে। দেশে পেশাদার ঠিকাদার তৈরি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মাননীয় মন্ত্রী ঠিকাদারদের নিম্নমানের কাজের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে একটি গাইডলাইন তৈরির জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট নির্মাণের সময় যাতে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা না হয়, সেজন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে মাননীয় মন্ত্রী মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের নির্দেশ দেন।

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অবশ্যই টেকসই, মানসম্পন্ন ও উৎপাদনমুখী হতে হবে মন্তব্য করে তিনি কাজে গতি আনতে প্রত্যেককে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন কাজ বাস্তবায়নে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় তার উল্লেখ করেন। এ সময় প্রকৌশলীগণ মানসম্মত কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীগণ সভায় অংশ নেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০: একনেকে এলজিইডির অনুকূলে ১টি নতুন ও ৪টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনুকূলে ১টি নতুন ও ৪টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়। একনেক চেয়ারপারসন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এননেক সভায় প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত নতুন প্রকল্প হলো- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১০৯.৯০ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। এতে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সংশোধিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে- জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), যার সংশোধিত অর্থমূল্য ৫০৫ কোটি টাকা। গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেডকোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত), যার সংশোধিত অর্থমূল্য ৮৮.৫৭ কোটি টাকা। রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত), যার সংশোধিত অর্থমূল্য ১৫২ কোটি টাকা এবং সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, যার সংশোধিত অর্থমূল্য ১,৭৫৭.৪৭ কোটি টাকা।

উপদেষ্টা: মোঃ আব্দুর রশীদ খান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ মোসলে উদ্দিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd